Sanatan Dharma

জগন্নাথ-রথ

পুরীতে জগন্নাথ- সুভদ্রা -বলরামের রথের নাম, কাঠ থেকে রং, সব হয় নির্দিষ্ট রীতি মেনে, রথযাত্রা।।

ভারতের ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে মূলত এই উৎসব বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। বিশেষ তিথিতে ধুমধাম করে রথযাত্রার উৎসব পালিত হয় পুরী, মাহেশে, ইস্কনের মন্দিরে।

বছরভর নানা অনুষ্ঠান উদযাপন পালন করেন ভারতবাসীরা। সেরকমই আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল রথযাত্রা। ভারতের ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে মূলত এই উৎসব বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। বিশেষ তিথিতে ধুমধাম করে রথযাত্রার উৎসব পালিত হয় পুরী, মাহেশে, ইস্কনের মন্দিরে।

শুধু তাই নয়, যে সমস্ত মন্দিরে ও বনেদি বাড়িতে জগন্নাথ দেব আছে, সেখানেও ঘটা করে পালন করা হয় এই উৎসব। জগন্নথধাম পুরী ঘিরে প্রচলিত রয়েছে একাধিক কাহিনি। জানুন, পুরীর রথযাত্রার কিছু অজানা তথ্য।

* স্নান যাত্রার পর নিভৃতবাস থেকে বেড়িয়ে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথে চড়ে দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে নিয়ে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথদেব। এর সাতদিন পরে তাঁরা যখন ফিরে আসেন, সেই উৎসবই উল্টো রথ বা পূর্ণযাত্রা।

* রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে সহযাত্রী হিসেবে থাকেন অন্যান্য দেব-দেবীও। জগন্নাথের সঙ্গে থাকেন মদনমোহন, বলরামের সঙ্গে থাকেন রামকৃষ্ণ এবং সুভদ্রার সঙ্গে থাকেন সুদর্শনা।

Published on: Jun, 27 2025 08:16

* রথ নির্মাণে প্রয়োজন হয়- ফাসি, ভাউনরা, আসানা মূলত এই তিন ধরনের কাঠ। শোনা যায় পুরীর রথের নির্মাণে ১,১০০ বড় কাঠের প্রয়োজন হয়। যা ১২ ধরনের কাঠ থেকে আসে এবং সেখান থেকেই ৮ ফুটের বিশেষ ৮৬৫ টি গুঁড়ি বেছে নেওয়া হয়।
* রথযাত্রায় জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের তিনটি আলাদা তৈরি করা হয়। এই রথের আবার আলাদা নাম থাকে। জগন্নাথের রথটির নাম নন্দীঘোষ, বলরামের রথটির নাম তলধ্বজ এবং শুভদ্রার রথের নাম দর্পদলন।
* তিন ভাই বোনের তিনটি রথের চাকার সংখ্যাও আলাদা। জগন্নাথের রথের ১৬ টি চাকা, বলরামের রথে ১৪ টি এবং শুভদ্রার রথের ১২ টি চাকা থাকে।
* তিনটি রথের রংও আলাদা হয়। জগন্নাথের রথের রং হয় লাল-হলুদ। এটি মূলত বিষ্ণুর পছন্দের রং। অন্যদিকে বলরামের রথের রং লাল-সবুজ এবং সুভদ্রার রথ লাল -কালো রঙের।
* তিনটি রথের ঘোড়ারও আলাদা নাম রয়েছে। যেমন জগন্নাথদেবের রথের চারটি ঘোড়ার নাম শঙ্খ, বলহাকা, শ্বেতো, হরিদশ্ব। বলরামের চারটি ঘোড়ার নাম তীব্র, ঘোড়া, দীর্ঘশর্মা, স্বরনাভ। সুভদ্রার চারটি ঘোড়ার নাম রুচিকা, মোচিকা, জিতা ও অপরাজিত।
* ঘোড়ার রঙও হয় ভিন্ন। জগন্নাথের রথের জন্য থাকে সাদা রঙের ঘোড়া, বলরামের রথের জন্য কালো এবং সুভদ্রার রথের জন্য লাল রঙের ঘোড়া থাকে।
* জগন্নাথ,বলরাম ও সুভদ্রার তিনটি রথের সারথীর নাম মাতালি, দাঁড়ুকা ও অর্জুন।
* পুরীর রথে জগন্নাথ মহাপ্রভুর দর্শন হওয়া খুব শুভ বলে বিবেচিত। রথ দেখার জন্য ফি বছর ভিড় জমান লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থী।

জানেন নিশ্চয়ই এই সময়, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে মহাকাল দেবতাকে ভগবান জগন্নাথ রূপে পুজো করা হয়। একেবারে নীলমাধবের বেশে সাজানো হয়। মহাকালকে ভগবান জগন্নাথের মতো রঙিন পোশাক এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়।